দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম 2

41 Report

শাবিতে শিক্ষকের বিধি বহির্ভূত পদোন্নতিতে তোলপাড়

শাবি সংবাদদাতা

শাহজালাল বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের এক শিক্ষকের বিধি বহির্ভূত পদোন্নতি নিয়ে ক্যাম্পাসে ব্যাপক তোলপাড় চলছে। বিধি ভঙ্গ করে অধ্যাপক পদ লাভের পরপরই সিনিয়র ডীনদের টপকে সিন্ডিকেট সদস্যপদ লাভের ঘটনায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছেন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. মুহম্মদ ইউনুস। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট লংঘন করায় ডীন পদ লাভকে চ্যালেঞ্জ করে ভিসি বরাবর সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে কারণ দর্শাও নোটিশ পাঠিয়েছেন একই বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক প্রফেসর ড. সৈয়দ শামসুল আলম। জানা যায়, শাবি রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পদে পদোন্নতির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ১৭ এপ্রিল ০৬ তারিখে (স্মারক নং শা-১৫/২৪৪) ড: ডি হোসেন (কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়) ড: আলতাফ হোসেন (ঢাবি) ও খলিলুর রহমান কে (শাবি) এক্সপার্ট এবং ড: আসাদুজ্জামান ও আ কা ফিরোজকে চ্যান্সেলর নমিনী করে একটি বোর্ড গঠন করে। কিন্তু চ্যান্সেলর নমিনী দু'জনই লোক প্রশাসন বিভাগের হওয়ায় তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড: মোসলেহ উদ্দীন সংশ্লিষ্ট বিভাগের দু'জন নমিনী চেয়ে আবেদন করেন। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৫-০৫-০৬ তারিখে (স্মারক নং শা-১৫/৩২৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের দু'জন শিক্ষক প্রফেসর আবু জাফর মাহমুদ ও তাজমিরি আহমেদকে চ্যান্সেলর নমিনী করে এবং পূর্বে নিয়োগকৃত এক্সপার্ট ডি হোসেনের মৃত্যু হওয়ায় সুইডেনের ষ্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড: স্যান্ডবার্গকে তার স্থলাভিষিক্ত করে নতুন বোর্ড গঠন করে অবৈধ বোর্ডে পদোন্নতির পর থেকেই রহস্যাবৃত উত্থান ঘটে উক্ত শিক্ষকের। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টের ২৮(৫) ও ২৮(৬) নং ধারায় জ্যেষ্ঠতার বিধি লংঘন করে এগ্রিকালচার এ্যান্ড মিনারেল সায়েন্স অনুষদের ডীন পদ লাভ করে এ নিয়ে ক্যাম্পাসে সমালোচনার ঝড় উঠলে ইতিপূর্বে ভিসি এটাকে তার ব্যক্তিগত বিবেচনায় পদোন্নতি বলে উল্লেখ করেন। এদিকে অবৈধ বোর্ডে প্রফেসর পদ লাভ এবং এ্যাক্ট লংঘন করে পদোন্নতির ঘটনায় একই অনুষদের বিভিন্ন সিনিয়র শিক্ষকের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এর প্রেক্ষিতে গত ২ ডিসেম্বর রসায়ন বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক প্রফেসর ড. শামসুল আলম সুপ্রীম কোর্টের মাধ্যমে নোটিশ পাঠান। এ ব্যাপারে রসায়ন বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. শামসুল আলম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বর্তমানে কোন নিয়ম-নীতি মেনে চলছেন না। তবে ভিসি প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম বলেন, কোন অনিয়ম হয়নি। পদোন্নতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।